সংবাদ

তারিখ ... 22 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কারিগরি শিক্ষার বেহাল দশা

অবকাঠামোর অভাব, শিক্ষক নেই

রাকিব উদ্দিন

দেশের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। শিক্ষক সঙ্কট এবং চাকরি সংক্রান্ত জটিলতায় দেশের ৫০টি সরকারি পলিটেকনিক ও মনোটেকনিক ইনস্টিটিউটে নিজস্ব ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উদাসীনতায় শিক্ষা বিস্তারের নামে বেপরোয়া বাণিজ্যে মেতে উঠেছে প্রায় ৪ হাজার বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট। ভাড়া করা বাড়িতেই চলছে অধিকাংশ বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম। পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা, শিক্ষক-কর্মচারী, লাইব্রেরিসহ আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এসব প্রতিষ্ঠানের। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন ধরনের অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না। এসব প্রতিষ্ঠানে শিগগিরই আমূল পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলেও তিনি জানান। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তথ্য মতে, বর্তমানে দেশে কমপক্ষে ২০ ধরনের কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালু আছে। ২০০৩ সাল থেকে দেশে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে অনুমোদিত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪ হাজার ৫১৩টি। এরমধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে মাত্র ৩৩৬টি। তবে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) বলছে, দেশে মোটামুটি মানসম্মত কারিগরি ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট আছে ৩ হাজার ৩৪৩টি। ১ হাজার ১৭০টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন বৈধতা নেই বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এরপরও অর্থের বিনিময় ও কম পরিশ্রমে নানা ধরনের অনৈতিক সুবিধা পাওয়ায় শিক্ষার্থীরা ঝুঁকছে বাণিজ্যিক স্বার্থে গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে। তারা কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনের চেয়ে সার্টিফিকেট

বেহাল : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৩

বেহাল : দশা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাওয়াকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতির (বাপশিস) সাধারণ সম্পাদক মো. ইদরিস আলী সংবাদকে বলেন, দেশের ৫০টি সরকারি পলিটেকনিক ও মনোটেকনিক ইনস্টিটিউটে চলছে ভয়াবহ শিক্ষক সঙ্কট। এরমধ্যে ১৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রিন্সিপালের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য আছে। প্রায় ২০ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানগুলো নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে চলছে। চাহিদার মাত্র ৩০ ভাগ শিক্ষক দিয়ে চলছে এসব প্রতিষ্ঠান। ফলে শিক্ষার্থীরা ঝুঁকছে বাণিজ্যিক স্বার্থে গড়ে উঠা ইনস্টিটিউটের দিকে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তথ্য মতে, বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হওয়ার পর এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের লক্ষ্যে বোর্ডের অধীনে বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন মেয়াদে কম্পিউটার কোর্সসহ ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা-ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। এসব কোর্সে ভর্তি হওয়ার পর যেসব শিক্ষার্থীরা নিয়মিত প্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদা অনুযায়ী মোটা অংকের টাকা প্রদান করতে পারে তাদেরকে ভাল ফলাফল এনে দেয়ার দায়িত্বও প্রতিষ্ঠানগুলো নেয় বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। অনেক কারিগরি প্রতিষ্ঠানে এসব কোর্স চালু করার মতো পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকলেও রহস্যজনক কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো এসব কোর্স চালুর অনুমোদন পেয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বর্তমানে দেশে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে ১৭৩টি। এরমধ্যে সরকারি ৫০টি এবং বেসরকারি ১৩২টি। শিক্ষক স্বল্পতায় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বিপর্যস্ত হলেও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো চলছে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে। কারিগরি বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা রহস্যজনক কারণে বেসরকারি ইনস্টিটিউটগুলোর অনিয়মের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছে না বলেও মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র আরও জানায়, শিক্ষকদের উদাসীনতায় সরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর লেখাপড়ার মান নিম্নগামী হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া না করে রাজনীতি ও চাঁদাবাজিতে জড়াচ্ছে। আর বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাণিজ্যিক স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে।